National Literacy Trust

Change your story

0-9 মাস বয়সী শিশু আছে এমন পরিবারের জন্য একদম সঠিক।

তাদের গল্পের শুরু আপনাকে দিয়েই

সন্তানের সাথে কথা বললে ও তাদের অভিব্যক্তি শুনলে জন্মের শুরু থেকেই তাদের যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা হয়।

আপনাদের প্রতিদিনের একসাথে কাটানো মুহূর্তগুলোকে সবচেয়ে ফলপ্রসূ করতে এই কার্ডগুলোতে দেওয়া টিপস কাজে লাগান।

পার্টনার

Better Health Start for Life

পোষাক পরানো

সন্তানকে পোষাক পরানোর সময় যদি কাজগুলোর বিবরণ দিতে থাকেন তাহলে তারা শব্দগুলো চিনতে শুরু করবে।

পোষাক পরানোর সময় গল্প করা বিষয়ক টিপস

আপনি যা করছেন সে সম্পর্কে কথা বলুন।

“এসো তোমার জামা পাল্টে দিই, প্রথমে ন্যাপি।”

যে জামাগুলো পরাবেন সেগুলো নিয়ে কথা বলুন।

“তুমি আজকে একটা তুলতুলে জাম্পার পরছো।”

একই শব্দগুলো প্রতিদিন পুনরাবৃত্তি করুন।

“এক হাত তোমার কোটে, দুই হাত তোমার কোটে।”

খাবার সময়

খাওয়ানোর সময় যদি সন্তানের সাথে গল্প করেন বা গান গাইতে থকেন, তাহলে তারা শব্দের অর্থ বুঝতে শুরু করবে।

খাবার সময় গল্প করা বিষয়ক টিপস

যা যা ঘটে তার বিবরণ দিন।

"তুমি এখন দুধ খাচ্ছ।"

একটি হালকা সুরের নার্সারি ছড়া বা গান গেয়ে শোনান।

আপনার বা আপনার সন্তানের পছন্দের কোনো গান গাইতে পারেন, অথবা কোনো একটি নতুন গান বানিয়ে ফেলুন!

এরপরে কী হবে সে নিয়ে কথা বলুন।

"দুধ খাওয়া শেষে আমরা হাঁটতে যাবো।"

বাড়িতে

বাড়িতে আপনার কাজকর্ম নিয়ে সন্তানের সাথে কথা বললে তারা আপনার ব্যবহৃত শব্দগুলোর সাথে পরিচিত হবে।

বাড়িতে গল্প করা বিষয়ক টিপস

আপনার কাজকর্মের বিবরণ দিন।
“বাবা টেবিল পরিষ্কার করছেন।”

শিশুরা যা যা করে সেগুলো নিয়ে কথা বলুন এবং ওরা যা যা শব্দ করে সেগুলোর জবাব দিন।
“আমি তোমাকে হাসতে দেখছি, ডা-ডা-ডা।”

পরিচিত ও সাধারণ আওয়াজগুলো নিয়ে কথা বলুন।
“ওয়াশিং মেশিনের শব্দ শুনতে পাচ্ছ? সুইশ সুইশ!”

ঘরের বাইরে

আপনারা যখন বাইরে যান, তখন যা যা দেখেন সেগুলো সম্পর্কে কথা বললে শিশুরা নতুন নতুন শব্দ শিখতে পারবে।

বাইরের সচরাচর কাজকর্মের সময় গল্প করা বিষয়ক টিপস

যা দেখেন সেগুলো নিয়ে কথা বলুন।

“ঐ যে ঐ কালো বিড়ালটা দেখ! ঐ যে ঐ নিচে লুকাচ্ছে।”

শিশুরা যা যা খেয়াল করে সেগুলো নিয়ে কথা বলুন।

“তুমি ফুলগুলোর দিকে তাকাচ্ছো। এসো আরো কাছে থেকে দেখি।”

কথোপকথন শুরু করার জন্য আপনার ইন্দ্রিয়গুলো ব্যবহার করুন।

“তুমি কি গাড়িটার শব্দ শুনতে পাচ্ছ? ব্রুম, ব্রুম।”

গোসলের সময়

গোসল করানোর সময় আপনার সন্তানের করা আওয়াজগুলো যদি আপনি অনুকরণ করেন, তাহলে তারা যোগাযোগের ব্যাপারে উৎসাহিত হবে।

গোসলের সময় গল্প করা বিষয়ক টিপস

পানির শব্দের বিবরণ দিন।

"তুমি কি পানি ছিটাচ্ছো? স্প্ল্যাশ স্প্লাশ!"

আপনি যা করছেন সে সম্পর্কে কথা বলুন।

"আমি এখন তোমার পেট পরিষ্কার করবো।"

আপনার সন্তানের করা সব আওয়াজের জবাব দিন ও সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করুন।

শিশু: "ইইইইই ...বা, বা, বা।"

বড়রা: "বা, বা, বা, তুমি কি আমাকে বলছো?"

শোবার সময়

যখন আপনি আপনার সন্তানের সাথে গল্প করেন, কথা বলেন ও একসাথে গান করেন তখন নতুন নতুন শব্দের সাথে তারা পরিচিত হয়।

শোবার সময় গল্প করা বিষয়ক টিপস

বইয়ের কোন অংশটি ওরা খেয়াল করে বা স্পর্শ করে দেখুন।
“হ্যাঁ, এটা একটা গাড়ি।”

নার্সারি ছড়া বা লালাবাই গাওয়ার চেষ্টা করুন।
“টুইংকল টুইংকল লিটল স্টার...”

সারাদিনের ঘটনা নিয়ে গল্প করুন।
“আজ আমরা হাঁটার সময় একটি শামুক দেখেছি।”

এই টিপসগুলো আপনার সন্তানের যোগাযোগ দক্ষতার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে:

- সন্তানের আধো বোল, আওয়াজ, মুখভঙ্গি ও নড়াচড়ার প্রতি সাড়া দেওয়ার মাধ্যমে তাদের সাথে একটি ‘কথোপকথন’ করুন। আপনার বলা শেষ হলে মনে করে থামুন ও প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য তাদেরকে সময় দিন।
- ওরা কিসের প্রতি ইঙ্গিত করে ও তাকায় তা খেয়াল করুন এবং সেগুলো নিয়ে কথা বলুন।
- সারাদিন জুড়ে সুযোগ বুঝে কথা বলুন, গান করুন ও খেলা করুন।
- **যদি আপনি ছোট ছোট মুহূর্তগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে আপনি শুরু থেকেই তাদের যোগাযোগ দক্ষতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারবেন।**

এই পণ্যটি কোনো খেলনা নয়।

/nationalliteracytrust @Literacy_Trust @Literacy_Trust

আরো অ্যাক্টিভিটির জন্য ভিজিট করুন wordsforlife.org.uk

দ্য ন্যাশনাল লিটারেসি ট্রাস্ট (The National Literacy Trust) একটি নিবন্ধিত দাতব্য সংস্থা যার নম্বর 1116260 (ইংল্যান্ড ও ওয়েলস) এবং SC042944 (স্কটল্যান্ড)।